সুচিত্রা সেন
অভিনীত
মেঘ
কালো
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

সুচিত্রা সেন অভিনীত ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত

মেঘ-কালো

পরিচালনা : সুশীল মুখার্জি : প্রযোজনা ও সঙ্গীত : পবিত্র চ্যাটার্জি

বসন্ত চৌধুরী, সুব্রতা চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়, মলিনা দেবী, জীবেন বসু ছায়া দেবী, অপর্ণা দেবী, অসীম চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য, রবীন ব্যানার্জি, আনন্দ মুখার্জি শিশির মিত্র, বেচু সিংহ, শৈলেন গাঙ্গুলী, অমরনাথ মুখার্জি, ডাঃ মনোরঞ্জন বসু, পরেশ চক্রবর্তী রবীন মুখার্জি, গোপাল বসু, ডাঃ অরুণ দাস, প্রশান্ত চ্যাটার্জি, মণি সিংহ যোগেশ সাধু, মিহির পাল, ডাঃ রঞ্জিতকুমার নাথ, মান্নু মুখার্জি, শ্যামল, ননী, সতীশ রমেন দত্ত। বনানী চৌধুরী, দীপিকা দাস, ইন্দু দেবী, সুতপা চক্রবর্তী, উষা দেবী, মিস পলিন, মন্দিরা রায়, কৃষ্ণা ঘোষ, সোনালী, ইলা ঘোষ।

চিত্রনাট্য ও গীত : প্রণব রায়, কণ্ঠসঙ্গীত : আশা ভোঁসলে, মান্না দে। আবহ সঙ্গীতে : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা. সহকারী : শৈলেশ রায়, সহকারী পরিচালনা : বীরেশ চ্যাটার্জি, অমল সুর, আলোকচিত্র পরিচালনা কানাই দে, চিত্রগ্রহণ : মধু ভট্টাচার্য, সহকারী চিত্রগ্রহণ : বিমল চৌধুরী, পৃথ্বীরাজ সুবেদার, দুর্গা রাহা, সহকারী ব্যবস্থাপনা : রমণী দাস, সুবীর ঘোষ, শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, অনিল নন্দন, সহকারী : জুগা, গোপাল, সঙ্গীত গ্রহণ : বি. এন. শর্মা, (বোম্বে সাউণ্ড সার্ভিস), আবহসঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ সহকারী : জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলা সরকার, রূপসজ্জা : হাসান জামান, সহকারী : পঙ্কু দাস, সাজসজ্জা : গণেশ মণ্ডল, কেশ সজ্জা : চণ্ডী সাহা, শিল্প-নির্দেশনা : সুনীল সরকার, দৃশ্য সংগঠন : গুপী সেন, পটশিল্প : রামচন্দ্র শ্যাণ্ডে, প্রধান কর্মসচিব : রবীন মুখার্জি, ব্যবস্থাপনা : পরেশ চক্রবর্তী, সম্পাদনা : দুলাল দত্ত, সহকারী : তাপস মুখার্জি নিউ থিয়েটার্স ১নং স্টুডিওতে গৃহীত। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে আর. বি. মেহেতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

রসায়নাগারে : অবনী মজুমদার, অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, আলোক নিয়ন্ত্রণ : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, বেণুধর বিষল, মহম্মদ।

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

ডাঃ সুরজিৎ ঘোষ, সাদার্ণ নার্সিংহোমের কর্মিবৃন্দ, ডাঃ দেবনাথ রায় এবং হস্‌পিট্যাল এ্যাপ্লায়েনসেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, সুনীল দাশগুপ্ত, (মাসাঞ্জোর), শ্রীশিক্ষায়তন, অধ্যক্ষ (নীলরতন সরকার হাসপাতাল), প্রফুল্লচন্দ্র বাজপেয়ী (শ্যামলী)।

প্রচার : ফণীন্দ্র পাল, প্রচার-শিল্পী-পূর্ণজ্যোতি : স্থির-চিত্র : এডনা লরেঞ্জ

পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্‌ পরিবেশিত।

মেঘ কালো

জমিদার সৌরীন্দ্র রায়ের অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেও নীচের তলায় আশ্রিতদের মত অনা-দরে অবহেলায় বড় হয়ে উঠেছে নির্মাল্য। পিতার অসম্মতি সত্ত্বেও রায় বাড়ীর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র যাকে পুত্রবধূ করে নিয়ে এল, রায় বাড়ীতে তার স্থান হয়নি। সেই অনাদৃতা পুত্রবধূ নির্মাল্যের জন্ম দিয়ে

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেও এর পর নির্মাল্যের পিতা বিবাগী হয়ে যায়। নির্মাল্য নীচের তলায় আশ্রিতা পিতামহীর যত্নের মধ্যে মানুষ হলেও ওপরের অভিজাত অধিবাসীদের

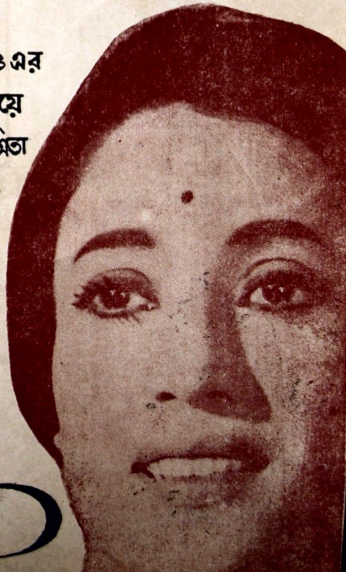

নিতান্ত অবহেলার পাত্রী ছিল। লেখা-পড়ায় গানে বাজনায় নির্মাল্যের সমান পারদর্শিতা। রূপে ও গুণে সে অসামান্যা। এই কারণে এবাড়ীর ওপরতলার একটি মেয়ের

প্রচণ্ড হিংসার পাত্রী হয়ে উঠেছিল নির্মাল্য। মেয়ে-টির নাম নিরুপমা জ্যাঠা রমেন্দ্রনাথের মেয়ে সাজ সজ্জায় নিরুপমা আধুনিক ফ্যাসান দুরস্ত বিলাসি-তায় চূড়ান্ত। একদিন মেডি-ক্যাল কলেজের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে বিদেশ প্রত্যাগত প্রখ্যাত ডাক্তার কুন্তল চৌধুরী সামনের সারিতে বসে একটি মেয়েকে পর পর অনেকগুলি বিষয়ে কৃতি-ত্বের পুরস্কার নিয়ে যেতে দেখে বিস্মিত হ'ল এবং তারপর সেই মেয়েটি আবার যখন সঙ্গীত-সুষমায় সকলের অন্তর

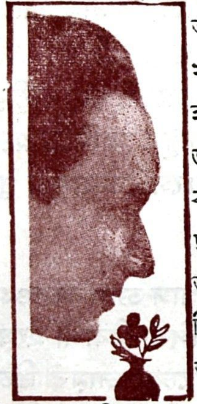

ভরিয়ে দিল তখন খ্যাতিমান ডাক্তারের হৃদয় ফুলশরে হ'ল আক্রান্ত। মেডিক্যালে কলেজের সীমানা ছাড়িয়ে দু'জনের অন্তর স্বপ্ন দেখল মিলনের। জীবনের অনেক অন্ধকার পেরিয়ে এসে নির্মাল্য বুঝি খুঁজে পেল তার স্বর্গ। নারীর একমাত্র স্বর্গ তার সং-সার। কিন্তু হঠাৎ আকাশ হয়ে উঠল কালো। নির্মাল্য ও কুন্তল জানতনা যে কুন্তলের পিতা ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর জন্যে যে ঋণ করেছিলেন রায় বাড়ীর রমেন্দ্রনাথের

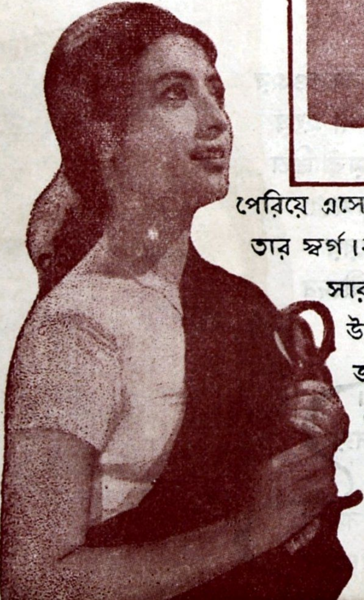

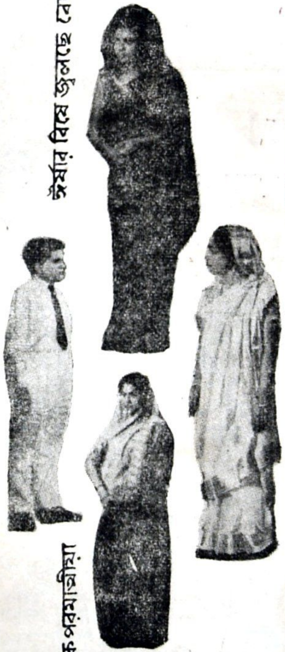

নির্মাল্যের রক্তের দাবী স্বীকার করেন না

ঈর্ষার বিষে জ্বলছে বোন নিরুপমা

পরতলার নিম্নে আর এক পরমাত্মীয়া

ওঁর নিষ্ঠুরতায় ভেঙ্গে গেল স্বপ্নের স্বর্গ

কাছে তার এক-মাত্র সর্ত হ'ল কুন্তল ফিরে এলে নিরুপ-মাকে বিয়ে করবে। ওপর তলার বিরূ-পতা হিংস্রতায় পরিণত হ'ল। সকলের শত্রু-তার মাঝখানে একমাত্র জ্যাঠা

রমেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রম কিন্তু তখন তিনি পঙ্গু অসহায় নির্মাল্য হারিয়ে গেল কুন্তলের কাছ থেকে।জীবনের রঙ গেল মুছে। স্বপ্নের যে ফুলগুলি সযত্নে সাজানো ছিল বিষাক্ত হাওয়ায় তার পুষ্পাধার গেল ভেঙ্গে, ফুল গেল শুকিয়ে। কিন্তু তখনো বুঝি নির্মাল্যের জীবনের ট্র্যাজেডীর চরম মুহূর্ত আসেনি-

সঙ্গীত

(১)

আ—
মধুবনে বাঁশী বাজে—
রাধা হলো বিমনা—
মন কেন মানেনা
রাধা বাঁশী ছাড়া জানে না।
মন কেন রাধার
মন কেন মানে না, মানে না
রাধা বাঁশী ছাড়া জানে না
মধুবনে বাঁশী বাজে···
উদাস দুটি নয়ন তারা
আবেশে রাধা আপনহারা
মন-মধুবনে যে বাঁশী শোনে
সে তো কিছু আর শোনে না
রাধা বাঁশী ছাড়া জানে না
মধুবনে বাঁশী বাজে···
সারে মা পা নি ধা পা
মা পানি সারে
নি নিনি নি ধানি পা
রাধা বাঁশী ছাড়া জানে না
কেন ডাকো বলে রাধা
হায়, অভিসারে যেতে বাধা
মালা ভেসে যায় যমুনা-জলে
মুকতা ঝরে দুটি কপোলে
মোহনীয়া বাঁশী কাঁদাতে জানে
প্রাণে তবু ব্যথা আনে না
রাধা বাঁশী ছাড়া জানে না
সারে মাপা নিপা মাপা
নিসা রেসা নি নিপা মাপারে
পা মা রে
রাধা বাঁশী ছাড়া জানে না
মধুবনে বাঁশী বাজে···
মধুবনে বাঁশী বাজে
রাধা হলো বিমনা
মন কেন মানে না—
মানে না—
রাধা বাঁশী ছাড়া জানে না—
মধুবনে বাঁশী বাজে—

(২)

আমি আপন করিয়া চাহিনি তবু
তুমি তো আপন হয়েছ
জীবনের পথে ডাকিনি তোমায়
সাথে সাথে তুমি রয়েছ
আমি আপন করিয়া চাহিনি··· ।
তুমি কোন পথে এলে জানিনা মোর জীবনে
সেই পথে এলো আমার ফাগুন ভুবনে
কোন পথে এলে জানিনা মোর জীবনে···
জানিনা কখন কুসুমের মত
আমারে কুড়ায়ে লয়েছ।
মোর নীরব বীণাটি প্রাণের পরশে বাজালে
আমার আকাশ চাঁদের তিলকে সাজালে
নীরব বীণাটি বাজালে।
তুমি যা দিয়েছ আমারে রবে লুকানো
হৃদয়ের দান যায় না কখনো ফেরানো
তুমি যা দিয়েছ আমারে রবে লুকানো
শূণ্য আমার অঞ্জলি ভরে
কত না মাধুরী দিয়েছ
তুমি তো আপন হয়েছ
আমি আপন করিয়া চাহিনি

(৩)

রাত যে মধুমতি
বলো না কিবা ক্ষতি
তোমাকে মন যদি
আরো কাছে চায়
আজ দুজনে—
শুধু কুজনে
যাক না সারারাত
মন দেয়া-নেয়ায়
রাত যে মধুমতি···
এই প্রজাপতি-মন
আজ হলো উন্মন
কোন ফুল ফাগুনে
আহা দেখছে স্বপন
ঝিরি ঝিরি ঝিরি ঝিরি
মিষ্টি হাওয়ায়
রাত যে মধুমতি···
উতলা যৌবন
যেন এ ফুলবন
কি করি একা একা
বলো না আমায়
ভালো যে লাগে না
তুমি ছাড়া হায়
রাত যে মধুমতি···

(৪)

দীপ খোঁজে আলো
মন খোঁজে বন
আশা নিয়ে শুধু খোঁজা
সারাটা জীবন।
যাহার আলো যার ফুরালো
সেকি পাওয়া যায়
মন তবু বসে থাকে
তারই দুরাশায়
দীপ খোঁজে আলো···
জীবনে পরশমণি
প্রেম তারই নাম
যে পেয়েছে সে জেনেছে
কি যে তার দাম
কি যে তার দাম
মেলে কি কখনো যদি
যে মণি হারায়
মন তবু বসে থাকে
তারই দুরাশায়
দীপ খোঁজে আলো···
কে জানে গো কি খেলা গো
খেলে নিয়তি
বোঝে না সে কার জীবনে
হলো কি ক্ষতি
বুকের দুয়ারে এসে
যে নিল বিদায়
মন তবু বসে থাকে
তারই দুরাশায়
দীপ খোঁজে আলো···

চণ্ডীমাতা ফিল্মস-এর পরিবেশনে

সুচিত্রা

উত্তম

অভিনীত

গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত

এস-এম ফিল্মসের

নবরাগ

পরিচালনা : বিজয় বসু

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখার্জী

বিকাশ : বাসবী : জহর : বিজন

শ্রী প্রোডাকসন্সের

নিবেদন

উত্তম

সাবিত্রী ও

জয়া ভাদুড়ী

অভিনীত

ধনীর মেয়ে

পরিচালনা : অরবিন্দ মুখার্জী

সঙ্গীত : নচিকেতা ঘোষ

সুচিত্রা সেন অভিনীত

তারাশঙ্করের

ফরিয়াদ

পরিচালনা : বিজয় বসু

পর্ণা পিকচার্সের নিবেদন

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।